বৈশাখী মেলাতে আদিব ও তার অনুজেরা

দিলরুবা শাহানা

–ভাইয়ারা আগামীকাল সবাই মিলে বৈশাখী মেলায় যাচ্ছি

-কি হবে ওখানে?

-শোন শান্ত গেলেই দেখতে পাবে।

তাই আজ বৈশাখী মেলাতে আদিব আরও চারজন সঙ্গী নিয়ে এসেছে। সবাই আদিবের চেয়ে বয়সে ছোট তবে এরা তার অনুজ বা ভাই নয়। ছোটভাইয়ের মতো ছেলেগুলো আদিবের সাথে একই ইউনিটে থাকে। সবার চেয়ে ছোট ও সবার শেষে এই দলে এসেছে শান্ত। সবসময়ে শঙ্কিত, সবকিছুতে সংশয় শান্তর। এক সেমিষ্টারের ফিস আর অল্পই নগদঅর্থ হাতে নিয়ে মেলবোর্নে এসেছিল শান্ত। দেশে একজন পরিচিত আদিবের ঠিকানা, ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। এখানে এসে আদিবের চাছাছোলা কথাবার্তা ও ইউনিট নামের আবাসনে একসঙ্গে বসবাসের নিয়মকানুন শুনে ভড়কে গিয়েছিল শান্ত। প্রথম শর্ত: কোন সেমিষ্টার বাদ দেয়া যাবেনা, দ্বিতীয় শর্ত: আইন মেনে একজন ছাত্র যে কয় ঘণ্টা কাজ করতে পারে তাই করতে হবে, তৃতীয় শর্ত: এই আবাসে মদ ও মেয়ে বান্ধবী আনা যাবেনা।

এই শর্তের কোন একটা ভঙ্গ করলেই এখান থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে।

এর পাশাপাশি নিয়ম করে পালন করার জন্য লিখিত হাউজরুলস ছিল। টয়লেট থেকে শুরু করে সমস্ত ঘরদুয়ার সাফাই করা, পালা করে রান্না করা, নিজের কাপড়চোপড় ও সব ব্যবহারের জিনিসপত্র পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা। না মানলে দ্বিগুণকাজ করতে হবে। জীবনে প্রথম টয়লেট পরিষ্কার করতে গিয়ে শান্ত একা একা কেঁদেছিল।

আদিবই শান্তকে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের এক লোকের দোকানে। প্রতিঘণ্টা মজুরী সামান্যই। তবে মালিকের ব্যবহারটা মরুভূমির মত রুক্ষশুষ্ক হলেও মনটা দরাজ। আগাম মজুরীও চাইলে পাওয়া যায়। আদিবের কড়াকড়ি নিয়মে থাকা ও মালিকের আগাম মজুরীর বদৌলতে আজ শান্ত তৃতীয় সেমিস্টারে।

বাঙ্গালীদের সাথে যোগাযোগ রাখার সময় সুযোগ তেমন হয়না। তবে একদিন ওই দোকানে কিছু একটা কিনতে আসা এক স্বদেশী ভাইকে আগ্রহ ভরে বলেছিল

-আমি বাংলাদেশের সুইনবার্নএ পড়ছি, এবার সেকেন্ড সেমিস্টার শুরু করেছি, রেজাল্টও ভাল

ভদ্রলোক নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছিলেন

-তোমার বাবার কত টাকা আছে যে ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছে?

মনটা খুব খারাপ হয়েছিল শান্তর। আশা করেছিল শুনবে

-বাহ্ বেশতো এত কম বয়সে কাজ করে পড়ছো! তোমার বাবা ভাগ্যবান যে তোমার মত লক্ষ্মী ছেলে আছে তার।

তা নয় উল্টা বাপের ক্ষমতা তুলে খোঁচা দেয়া। লোকটা বদ। লোকটা লম্বাচওড়া তবে তার মন বড়ই ছোট।

সব শুনে আদিব বলেছিল

-একটা গাধামার্কা লোকের কথা শুনে তোমার মন খারাপ করলেতো চলবে না শান্ত। এরচেয়ে ধুরন্ধর শয়তান লোকও আছে। সে ছাত্রদের পেছনে গোয়েন্দার মত লেগে থাকতো

-কেন ভাইয়া?

-ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করতো

-কিভাবে?

-কোন ছাত্র যদি ২১ঘণ্টার বেশী কাজ করতো তবেই সে এসে হাজির হতো

-তারপর কি করতো

-নিয়ম ভেঙ্গে বেশীঘণ্টা কাজ করার কথা পুলিশকে জানিয়ে দেবে, তবে একশর্তে পুলিশকে জানাবেনা বলতো

-শর্তটা কি?

-তা হল ওই পিশাচকে কিছু পয়সা দিলে সে আর পুলিশকে জানাবে না।

-একেই বলে চাঁদাবাজী! এমনলোক এদেশেও আছে ভাইয়া

-সবদেশেই ভালমন্দ আছে বুঝেছ, শুধু কম আর বেশী এই যা তফাৎ। তবে এখনতো ব্যাংকই ছাত্রদের ঋণ দেয় তাই ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজী করার সুযোগ কেউ নিতে বোধহয় পারবেনা।

মেলায় যাওয়ার আগেই আদিব সবাইকে বললো

-শোন পয়সাকড়ি কেউ নিও না Today is my shout

ওরা একসাথে হেসে উঠলো সবাই। এই ইংরেজীটা অষ্ট্রেলিয়ানরা ব্যবহার করে। এরমানে অনেকটা এরকম যে 'আজ আমার পালা'। ওরা একস্বরে জানতে চাইলো

-উপলক্ষটা কি ভাইয়া?

-মেলায় গিয়েই বলবো। ভাত-মাংশ, বিরিয়ানী, পিঠাপুলি, চটপটি-হালিম এমন কি ঝালমুড়ি সব পাবে। সবই ঘরে ভাবীআপুদের বানানো, রেস্তোরার বাসীখাবার নয়। পিঠাটিঠা দেখলে দেশের কথা মনে পড়বে।

মেলায় গিয়ে মজাই লাগলো ওদের। কত লোকজন, কত ধরনের দোকান। খাবার থেকে শুরু করে কাপড়চোপড়, ইমিটেশনের গয়না, বইও ছিল। দেশকে মনে পড়ালো।

খেয়েদেয়ে সবশেষে 'মজা'র ঝালমুড়ি কিনে মেলা ছাড়ার আগমূহূর্তে আদিব সুসংবাদটি দিল ওদের।

-শোন আমি পাঁচ সপ্তাহ পর আইবিএম এর চাকরিতে যোগ দিতে দুবাই চলে যাচ্ছি।

ওরা সবাই খুশী হল যেমন শংকিত হল তেমনি। আদিব ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে সতেজ করার জন্য বললো

-আরে চিন্তা করনা। ওই ইউনিট তোমাদের নামে বন্দোবস্ত করে দেব তবে Behave yourself। মনে রেখো নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে যাবে। কারোর কথায় মন খারাপ করবেনা, পাত্তা দেবে না। বৈশাখী মেলায় এসে আনন্দ হল, দেশের স্বাদ কিছুটা হলেও পেলে এবার চল একটা সিনেমা দেখতে যাই।

-কি সিনেমা ভাইয়া?

-'লায়ন'। এক ছেলের নিজের জীবনের গল্প। পাঁচ কি ছয় বছর বয়সে ভারতের এতিমখানা থেকে অষ্ট্রেলিয়াতে আসে পালকছেলে হিসাবে এক পরিবারে। কিন্তু কখনোই সে মাকে, ভাইকে ও নিজের শৈশবের জায়গা ভুলেনি। বিত্তবৈভব, শিক্ষা কোনকিছুই তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। পঁচিশ বছর লেগেছিল ওর সাদামাটা নিতান্ত দরিদ্র মা ও ওর জৌলুসহীন শহরকে খুঁজে পেতে।

-শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিল!

আদিব বললো

-হ্যা পেয়েছিল। মানুষ সব পারে। মানুষতো জন্তুজানোয়ার না, জানোয়ারের মনে প্রশ্ন জাগে না কোথা থেকে সে এসেছে, কে তার মা, কোথায় তার দেশ,?

-ভাল বলেছেন তো। মানুষ মাকেও ভুলেনা আর তার দেশকেও ভুলে না।